যুগান্তর

তারিখ 24 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের ৩৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের তিন সহস্রাধিক আসনের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। চলতি বছর পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নাকি সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। গত বছর পর্যন্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো স্বউদ্যোগে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু চলতি বছর থেকে সব মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে একযোগে গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ৬ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। হঠাৎ করে এ ধরনের ঘোষণায় বিব্রত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রণীত ২০০৭ সালের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। নীতিমালা

জটিলতা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

জটিলতা : ভর্তি পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর) সংশোধন না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা গ্রহণ ও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা অনৈতিক ও অবৈধ বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কোন আলোচনা না করে প্রশাসনিক অনুমোদন এবং নীতিমালা সংশোধন না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের ঘোষণা দেয়া মোটেই উচিত হয়নি। তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত দেশের সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকে অধিভুক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তাছাড়া দেশের ৩৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সবগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত নয়। চট্টগ্রাম, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ রয়েছে। সেক্ষেত্রে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে গ্রহণ করবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৩ হাজার ৫৫টি। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২৩ এবং আসনসংখ্যা ১ হাজার ৮১০টি। এছাড়া শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪টি মেডিকেলে আসনসংখ্যা ৩৩০টি। একইভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি মেডিকেলে ৩২৫টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৭টি মেডিকেলে ৩৩০টি ও সাভারের গণবিশ্ববিদ্যালয় ও ইউএসটিসির অধীনে ২টি মেডিকেলে মোট ২৭০টি আসন রয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাজধানীতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের নিয়ে গঠিত পরিষদ) বৈঠকে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডা. প্রাণগোপাল দত্তের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছাড়া প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতিনিধি ছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হক ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক শাহ মনির হোসেন ৩১ আগস্ট দেশে ফেরার পর মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে বিপক্ষে মতামত পাওয়া গেছে। বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক মেডিকেল কলেজ খুবই সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতি বছর এসব মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি আবেদন জমা পড়ে। এসব মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে।

যেসব মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যার চেয়ে কম আবেদনপত্র পড়ে, সেগুলোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা নেয়ার পক্ষে। এতে তারা পুরো আসনের শিক্ষার্থী পাবে।

১৯ জুন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা ৯ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সেপ্টেম্বর মাসে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের জন্য বৈঠক হবে। কিন্তু এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। ওইদিন সভায় উপস্থিত বেশিরভাগ প্রিন্সিপাল নিজ উদ্যোগে পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে মতামত দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।